যুগান্তর

14 MAR 2017

ভিকারুননিসার বর্ধিত ফি হাইকোর্টে স্থগিত

অ্যাডহক কমিটি গঠনের বিধান কেন অবৈধ নয়

যুগান্তর রিপোর্ট

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অ্যাডহক কমিটির নির্ধারণ করা বর্ধিত ফি আদায় এক বছরের জন্য স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড প্রবিধানমালা-২০০৯ এর অ্যাডহক কমিটি গঠন সংক্রান্ত ৩৯ ধারা কেন অবৈধ, বেআইনি ও অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবে না— তা জানতে চেয়ে রুল জারি করা হয়েছে। শিক্ষা সচিব, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ঢাকার ডিসি, ভিকারুননিসা স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ, অ্যাডহক কমিটির চেয়ারম্যানসহ নয়জনকে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি জিনাত আরা ও বিচারপতি কাজী মো. ইজারুল হক আকন্দের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ সোমবার এ আদেশ দেন। রিটকারী আইনজীবী ইউনুছ আলী আকন্দ নিজেই আদালতে আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ইসরাত জাহান। ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ২০০৯ সালের প্রবিধানমালার ৩৯ ধারায় বলা হয়েছে, 'মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গভর্নিং বডি বা ক্ষেত্রমতো ম্যানেজিং কমিটি পুনর্গঠনে ব্যর্থ হলে তা সঠিকভাবে গঠিত না হলে বা ভেঙে দেয়া হলে অনধিক ছয় মাসের জন্য অ্যাডহক কমিটি গঠিত হবে।' ইউনুছ আলী আকন্দ সাংবাদিকদের বলেন, অ্যাডহক কমিটি সংবিধানের গণতান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। অনির্বাচিত অ্যাডহক কমিটি থাকলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারও থাকতে পারে। তাই আদালত এ ধারাটি কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন। এছাড়া অ্যাডহক কমিটির মাধ্যমে ভিকারুননিসা কর্তৃপক্ষ স্কুল পর্যায়ে মাসে ৩০০ ও কলেজ পর্যায়ে ৫০০ টাকা হারে বেতন বাড়িয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বার্ষিক ৫০০ টাকা হারে শিক্ষকদের জন্য 'হিতৈষী ফি' নেয়া হচ্ছে। এই বর্ধিত ফি ও হিতৈষী ফি গ্রহণ এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।